মালা

শ্রীচিত্তরঞ্জন দাশ

সূচী

নিবেদন

এই সব গুলি কবিতাই সাগর সঙ্গীতের অনেক আগে লেখা। দু'একটী মালঞ্চেরও আগে।

শ্রীচিত্তরঞ্জন দাশ

প্রেম ও প্রদীপ

(১)

আজি এ সন্ধ্যার মাঝে তব বাতায়নে
কেন রাখিয়াছ ওগো! প্রদীপ জ্বালিয়া?
তোমার ও প্রদীপের কনক কিরণে
আমার সকল মন উঠে উজলিয়া!
কেন রাখিয়াছ আহা! সুখ-বাতায়নে
সোহাগে স্বহস্তে ওই প্রদীপ জ্বালিয়া?

আপনারে কেহ কভু পারে কি রাখিতে
আলোকের অন্তরালে গোপন করিয়া?
তোমার লাবণ্য-মূর্ত্তি পড়ে না আঁখিতে
ছায়া তার পড়িয়াছে দেয়াল ভরিয়া!
অসংখ্য আকাঙ্খা জাগে দেখিতে দেখিতে
কেন রাখিয়াছ ওগো! প্রদীপ জ্বালিয়া?

(২)

অন্ধকার ঘেরা এই সন্ধ্যার মাঝারে
কেন গো জ্বালিলে দীপ, খুলিলে দুয়ার—
কেন গো এমন ক'রে ডাকিছ আমারে
সমস্ত পরাণ ভ'রে—পরাণ মাঝারে!
আমি অশ্রুজল লয়ে—শুধু চেয়ে থাকি
আমি ত জ্বালিনি দীপ, কি করিয়া ডাকি?

(৩)

তবু মনে হয় তুমি শুনেছ আমার
অন্তরের আর্ত্ত স্বর—অন্তর মাঝারে!
নিবাও প্রদীপ তব, বন্ধ কর দ্বার
এস ভেসে স্বপ্ন-সম অন্তর আঁধারে!
জ্বালগো প্রদীপ জ্বাল অন্তরে আমার
অন্ধকার ঘেরা এই সন্ধ্যার মাঝার!

(৪)

তোমার চঞ্চল দীপ আলোক বন্ধন ;
ব্যথিছে সকল মন সর্ব্বাঙ্গ আমার !
কতনা অশান্ত সুখ অজানা ক্রন্দন
ঝাপটিছে গরজিছে অন্তরে আমার !
হে মোর নিষ্ঠুরা ! কি যে বেদনা বন্ধনে
টানিতেছ সর্ব্ব হৃদি তব সন্নিধানে !
কি ব্যাকুল বাসনার আকুল ক্রন্দনে
ভরিয়া গিয়াছে চিত্ত তোমারি সন্ধানে !
প্রজ্জ্বলিত হৃদি মাঝে, শূন্য সব ঠাঁই !
হে প্রেম নিষ্ঠুরা ! আমি যে তোমারে চাই ।

(৫)

আমি যে তোমারে চাই, সন্ধ্যার মাঝারে
তোমার ও প্রদীপের আলো-অন্ধকারে ;
সকল সুখের মাঝে, সর্ব্ব বেদনায় !
কর্ম্মক্লান্ত দিবাশেষে চিত্ত ছুটে যায়
ওই তব প্রদীপের আলো-অন্ধকারে
কোথা তুমি লুকাইয়া, তাই খুঁজিবারে !
হে মোর লুকান ধন ! হে রহস্যময়ি !
আজি জীবনের শেষ—আজো তুমি জয়ী !
তোমারে খুঁজেছি আমি আলোকে আঁধারে
সারাটি জীবন ধরি ; মরণ মাঝারে—
সকল সুখের মাঝে সর্ব্ব সাধনায় !
আজি শ্রান্ত জীবনের ধূসর-সন্ধ্যায়
হে মোর লুকান ধন ! আজো তুমি জয়ী !
আজো খুঁজিতেছি তোরে হে রহস্যময়ি !

(৬)

একই সন্ধ্যা আমাদের পরে
ঢালিয়াছে ঘন ছায়া তার !
আমাদের দুজনের তরে
পাতিয়াছে মহা অন্ধকার !
আর কিছু নাই—কেহ নাই
আছি আমি—আছে অন্ধকার,
আছ তুমি, আর কেহ নাই
আছে শুধু সাঁঝের আঁধার !
হাসি কহে প্রদীপ তোমার
আমি আছি কোথা অন্ধকার ?

(৭)

কি জানি কেমন ক'রে জ্বালায়ে রেখেছে ওই
অপূর্ব্ব প্রদীপ খানি ?
আমি মুগ্ধ বাক্যহীন, আমি শুধু চেয়ে রই !

কি দিয়ে কেমন করে জ্বালায়ে রেখেছ ওই
অপূর্ব্ব প্রদীপ খানি ?
কি দিয়ে জ্বালিলে বল, হে চির কৌতুকময়ী
রহস্য প্রদীপ খানি ?
কোন তপস্যার বলে ওই যে দীপের বুকে
কি সলিতা দিলে টানি ;
কোন পূর্ব্ব পুণ্য ফলে ফুটায়ে তুলেছ তাহে
আপন প্রাণের বাণী !
সকল গগন ঘেরা সাঁঝের স্বপন ছায়া
সকল ধরণী পরে বিছায়েছে ম্লান মায়া !
এরি মাঝে সত্য-রূপে উজলি উঠেছে ওই !
তোমার প্রদীপ খানি !
কি সত্য সুন্দর রূপে আঁধারে জ্বলিছে ওই—
অপূর্ব্ব প্রদীপ খানি !

(৮)

আমি মুগ্ধ চেয়ে আছি ! ওগো মোর বাক্যহীনা !
ওগো মোর নেত্রাতীত চির-অন্ধকার-লীলা !
একি তব চির জনমের অগীত সঙ্গীত ?
একি তব দীপ্ত হৃদয়ের জ্বলন্ত ইঙ্গিত ?
একি তব নির্জ্জনের নীরব প্রস্ফুট বাণী
তুলিছে সফল করি আপন সাধন খানি ?
একি তব মরমের সঞ্চিত স্বপন রাজি
পরাণ ছাপায়ে কিগো উছলি উঠেছে আজি ?
একি গো অনন্ত পূজা ! একি গো জীবন্ত আশা !
গুপ্ত প্রাণ কুঞ্জে কিগো আলোকিত ভালবাসা ?
একি তব সুখ ? ওগো একি তব দুঃখে গড়া
এ পুণ্য প্রদীপ খানি ?
একি তব অন্তরের সকল সৌরভ ভরা ---
আলোক গৌরব বাণী ?

(৯)

এই যে এসেছে সন্ধ্যা—প্রদীপ জ্বলিছে
আমি শুধু চেয়ে আছি, মুগ্ধ—একমনে !
অনন্ত গগন ভরা আঁধার নামিছে
নয়ন চাহিয়া আছে, স্তব্ধ একমনে !
ওগো আমি চেয়ে আছি, তৃষার্ত্ত নয়নে
তোমার প্রদীপ জ্বালা দীপ্ত বাতায়নে !
কেমনে জ্বালিলে দীপ হে অপরিচিতা !
এমন মধুর—মরম - সুন্দর ক'রে—
হে মোর সাধন স্বপ্ন ! হে মর্ম্ম-নিহিতা
একি অর্দ্ধ পরিচয় অনুরাগ ভরে ?
কি অপূর্ব্ব অভিসার ! কি সঙ্গীত বাজে
তোমার পরাণ-দীপ্ত প্রদীপের মাঝে ?
আমি শুধু চেয়ে আছি মুগ্ধ, একমনে !
কি অনন্ত অভিসার—নীরবে নির্জ্জনে !

(১০)

কবে জ্বেলেছিলে দীপ হে রহস্যময়ি !
কবে কোথাকার, ওগো কোন্ মহা বিজনে ?
সৃষ্টির প্রথম সে কি ? ওগো মর্ম্মময়ী !
সৃষ্টির প্রথম সাঁঝে কোন্ কম-কাননে ?

সেকি এমনি গভীর নীরব গর্জ্জন
অনন্তের ? সেকি আলো ? সেকি অন্ধকার ?
সেকি এমনি সাঁঝের তিমির নির্জ্জন
মায়া-মন্ত্রালোক ভরা এমনি সন্ধ্যার ?—

উজলি উঠিল যবে সেই সে প্রথম,
অনাদি কালের বক্ষে প্রদীপ তোমার—
সকল সোহাগ তব সকল সরম
সকল স্বপন তব—আকুল আশার !

তখন কি উড়েছিল বসন্ত বাতাসে
এমনি পাগল করা সন্ধ্যাঞ্চল খানি ?
তখন কি বেজেছিল হৃদয়-আকাশে
এমনি উদাস করা বিধাতার বাণী ?—

উজলি উঠিল যবে সেই যে প্রথম
আলো অন্ধকার ভরা প্রদীপে তোমার
সকল ধেয়ান তব সকল ধরম
সকল আলোক ওগো ! সকল আঁধার !

মরমের সুখ

আমি দুঃখ জানি তাই হে প্রিয় আমার!
বুঝিয়াছি মর্ম্মে মর্ম্মে সুখের গৌরব!—
রুধিয়া রেখেছি মর্ম্মে! হে প্রিয় আমার!—
আন হাস্য, আন গীতি, পুষ্পের সৌরভ
সাজাও অন্তর মোর! এই যে কাঁপিছে
দুই বিন্দু অশ্রুজল নয়নের কোণে,
এ শুধু সুখের ছল! আমারে ছলিছে,
তোমারেও ছলিতেছে! মম মন-বনে
আগ্রহে ফুটিতে চাহে শত পুষ্পদল!
দেখাতে পারি না তাহা! হে আমার প্রিয়!
তাই আঁখি প্রান্তে মোর ভাসে অশ্রুজল!—
তুমি মর্ম্মে মর্ম্ম আনি সব বুঝি নিও!
আমি দুঃখ জানি তাই হে আমার প্রিয়!
আমারি মরম তলে সুখেরে খুঁজিও।

সে কি শুধু ভালবাসা ?

কেমন সে ভালবাসা ? বলা কি সে যায় ?
সকল জীবন আর সব স্বপ্ন গায়
তোমারি তোমারি গীতি ! স্রোতস্বতী যথা
সমুদ্রের গান গাহে, তারি পানে ধায়
আকুল আশায় !
তুমি যবে দূরে থাক, ওগো প্রিয়তম !
তোমারি আশার আশে, নর্ত্তকীর সম
অঞ্চল দোলায়ে তার নূপুর গুঞ্জনে
পরিপূর্ণ তালে নাচে, এ অন্তর মম
ওগো প্রিয়তম !
কি যে তার চারু বাসে তরঙ্গ হিল্লোল !
কি যে তার প্রাণে-প্রাণে সঙ্গীতের রোল !

তরঙ্গিত দেহপূর্ণ আশান্বিত হিয়া,—
সোহাগেতে সুখে দুঃখে কাতর কল্লোল,
কি যে সে কল্লোল !

তোমা যবে কাছে পাই, হে আমার প্রাণ—
কোথা ছন্দ, কোথা তাল, উন্মাদের গান !
অন্তর তরণী সম বিক্ষুব্ধ সাগরে
চখে মুখে বক্ষে তার ঝাপটে তুফান
পাগল তুফান !

এই ভাসে এই ডুবে, জীবন মরণ
আলো অন্ধকার শূন্য ছায়ার মতন।
সর্ব্বমন, সর্ব্বদেহ, সমস্বরে গায় ;
এস মৃত্যু, এস প্রাণ, এস আলিঙ্গন
চির আলিঙ্গন !

প্রেম-প্রতীক্ষায়

তখনো হয় নি সন্ধ্যা ! বিমল আকাশ,
কোমল যেন গো মোর প্রিয়ার বরণ,—
ঢালিতেছে মৃদু মধু, স্বর্ণের আভাস
চুম্বি' সরোবর-জল, আম্রের কানন !
তখনো আসেনি প্রিয়া ! প্রাণ পেয়েছিল,
সেই আলো-মাঝে শুধু প্রিয়ার আভাস।
আম্র-শাখা দুলাইয়া বহেছিল বায়,—
বসে ছিনু প্রিয়া লাগি' প্রেম-প্রতীক্ষায় !
তারপর এল সন্ধ্যা ধূসর বরণ !—
আমার প্রিয়ার যেন বক্ষের অঞ্চল

ঢেকে দিল দেহ হিয়া ধরণী গগন !—
করে' দিল সর্ব্ব মন অধীর চঞ্চল !
বাড়াইনু আলিঙ্গন !—প্রিয়া আসে নাই
পাঠা'য়ে দিয়াছে শুধু প্রিয়ার স্বপন !
কাননের মাঝে শুধু পাখী গান গায়,
প্রাণ ছিল প্রিয়া লাগি প্রেম-প্রতীক্ষায় !
তার পর সন্ধ্যা গেল, আসিল রজনী !—
পরশি সকল দেহে প্রিয়ার কুন্তল
হিয়া মোর দিশাহারা !—আঁধার ধরণী !
'ওগো ঢাক, ঢাক মোরে প্রসারি' অঞ্চল !'
কোন শব্দ নাহি হায় ! প্রিয়া আসে নাই—
প্রিয়ার কুন্তল-স্বপ্ন এসেছে রজনী !
তখন বহিল ক্ষুব্ধ বসন্ত বাতাস,
তৃষার্ত্ত ভরসা-ভরা ধরণী আকাশ !

তখনো গভীর রাত্রি ধরণী ছাইয়া !
প্রিয়ার গভীর সেই প্রেমের মতন !
পাখীরা কানন-শাখে ছিল ঘুমাইয়া !
ওকি—ওকি দেখা যায়—ছায়া না স্বপন ?
এলো মেলো চুলে ওই প্রিয়া আসিয়াছে
আবেশে অঞ্চল তার ভূমে লুটাইয়া !
এখন যে প্রভাতের পাখী গান গায়,
প্রিয়া মোর চলি গেছে কখন কোথায় ?

স্বর্গের স্বপন

হে সুন্দরি ! সেই দিন বসন্ত প্রভাতে
মন প্রাণ অন্ধ করা সুবাসিত রাতে
ঝলসিলে আঁখি মোর, পরশিলে মন !
অবাক অন্তর তোমা করিল বরণ ;—
ভাল ক'রে দেখে নাই করেনি জিজ্ঞাসা
প্রেমাতুর প্রাণ, দিয়া সর্ব্ব ভালবাসা,
সেই দিন, সর্ব্ব কাজে চিত্ত আনমনা,
করেছে করেছে শুধু তোমারি অর্চ্চনা !

আর সেই, সেই দিন বসন্ত বাতাস,
আপন আবেগে পূর্ণ নিশীথ আকাশ,

চন্দ্রালোকে আলোকিত সকল ভুবন,
স্বপ্নালোকে আলোকিত আমার এ মন !—
অর্দ্ধ নিমীলিত নেত্রে মনে হ'ল মোর
স্বর্গ হ'তে নেমে এলে ! জগতের ঘোর
ঢাকিলে স্বর্গের করে ! গরবী পরাণ
করিল পূজার লাগি পুষ্প অর্ঘ দান !

সব মনে নাই, শুধু মনে আছে মোর,
উজ্জ্বল অধর তব অবাক্ বিভোর,
চরণে পরশি যেন অজানিত দেশ !—
নূতন রাজ্যের মাঝে আশ্চর্য্য অশেষ !
রহস্য মধুর হাসি ! কৌতুকে অপার
পরিপূর্ণ দুই নেত্র !—প্রতি পত্রে তার
বিস্তারিত স্বর্গ ছায়া স্বরগের সুখ !
নিতান্তই স্বরগের ভাবিনু সে মুখ !

তারপর গেছে দিবা গেছে নিশা কত !
গিয়াছে স্বপনপ্রায় আশা শত শত,
প্রভাতের মুক্ত বায়ু, শ্রান্ত রজনীর
অলস অঞ্চল-গন্ধ সুরভি সমীর,
এ মোর পরাণ পরে ! সুখে দুঃখে শোকে,
পরিম্লান ধরণীর মলিন আলোকে,
সম্পূর্ণ আঁধারে কভু, এ মোর জীবন
কত দীর্ঘ দিবানিশি করেছে যাপন !

হে মোর প্রভাত-পুষ্প, হে অপরিচিতা !
হে আমার যৌবনের পূর্ণ প্রস্ফুটিতা !
হে মোর মানস স্বর্গ, হে স্বপ্ন অঞ্চলা,
হে মোর চঞ্চল চিত্তে চির অচঞ্চলা !
হে আনন্দ নিখিলের ! হে শান্ত রঙ্গিণী !
হে আমার যৌবনের স্বপন সঙ্গিনী !

হে আমার আপনার ! হে আমার পর !
হে আমার বাহিরের হে মোর অন্তর !

হে আমার, হে আমার চির মর্ম্মময় !
আজ পাইয়াছি তব সত্য পরিচয় !
আছিলে গোপনে মোর মন অন্তঃপুরে
আমারি বাসনা, আমারি পঞ্জর জুড়ে !
যেমনি বাজানু বাঁশি, সলাজ চরণে—
বাহিরিলে—দাঁড়াইলে—অপূর্ব্ব ধরণে ;
চরণে প্রস্ফুট পুষ্প মস্তকে গগন !—
আমি অন্ধ দেখেছিনু স্বর্গের স্বপন !

উপহার

ফুটেছিল শত পুষ্প বিচিত্র বরণে,
ফুটেছিল নিভৃত এ অন্তর কাননে,
মুক্ত বায়ু রবিদীপ্ত প্রভাত প্রভায়,
পূরবী সঙ্গীত শ্রান্ত প্রশান্ত সন্ধ্যায় !
ফুটেছিল আলোকিত মধ্যাহ্ন গগনে
ফুটেছিল অন্ধকার নিশীথ পবনে,
কি আনন্দে কাঁপিত যে পাগল পরাণ
এ জগতে কেহ তার পায়নি সন্ধান !
তার পর তুমি এলে, দাঁড়াইলে হেসে !
সলাজ অন্তর মোর বাহিরিল শেষে ;—
বিশাল এ জগতের বন উপবনে
ফুটিল সে পুষ্পরাশি আছিল যা মনে !
থর থর সেই ফুলে সাজায়েছি ডালা
পর পর সেই ফুলে গাঁথিয়াছি মালা।

শূন্য প্রাণ

ওরে রে পাগল !

জ্বলিছে নয়নে তব কি নব বাসনা,
কি গীত রয়েছে বাকি ;—কি নব বাজনা ?
উচ্চারিত হয় নাই কি প্রেম-মন্তর,
কোন পূজা লাগি তব আকুল অন্তর ?
আমি ত দিয়াছি যা' কিছু আছিল সার—
ওরে রে পাগল, ওরে পাগল আমার !

নিবিড় নয়ন হতে দিয়াছি দরশ,
এ শুভ্র দেহের আমি দিয়াছি পরশ,
পরাণের প্রীতি পুষ্প, প্রতি হাসি গীত,
জীবন যৌবন ভরা সকল সঙ্গীত,
তোমারে করেছি দান ! কি চাহ আবার,
ওরে রে পাগল, ওরে পাগল আমার !

তোমারে করেছি পূজা, দেবতা সমান,
প্রভাতে মধ্যাহ্নে গাহি সুমঙ্গল গান ;
সন্ধ্যায় প্রদীপ জ্বালি, ধূপ ধুনা দিয়া
আরতি করেছে মোর প্রেম পূর্ণ হিয়া !
আর কি করিব দান, কি আছে আবার
ওরে রে পাগল ওরে পাগল আমার।

সন্ধ্যা শেষে পুনর্ব্বার করেছি বরণ
সমস্ত রজনী ভরে করেছি স্মরণ,
তোমারে, তোমারে শুধু ; হাসিয়া প্রভাতে
আনিয়াছি পুষ্পাঞ্জলি ভরিয়া দুহাতে।
আর কি আনিতে পারি কি আছে আমার—
ওরে রে পাগল, ওরে পাগল আমার !

সকল ঐশ্বর্য্যে আমি সাজায়েছি ডালি,
পরিপূর্ণ প্রাণে মোর করিয়াছি খালি,
আরো যে চাহিছ তুমি ! কি দিব গো আনি,
চাও যদি লয়ে যাও শূন্য প্রাণখানি।
তবে কি মিটিবে আশ, চাহিবে না আর ?
ওরে রে পাগল, ওরে পাগল আমার !

সাঁঝের ছায়ায়

ওগো আধ-পরিচিত !
আধ - অজানিত
অতিথির প্রায় ।—

এসেছ ভ্রমিয়া শেষে—
আমারি এ দেশে—
ধূসর ছায়ায় !

নয়ন অধর শ্রান্ত
কত সুখ-ক্লান্ত
প্রখর প্রভায় !

বক্ষে মোর রাখি মাথা
জুড়াইব ব্যথা
শীতল সন্ধ্যায় ?

অগ্নিরূপে চলে গেলে,

ভস্ম হয়ে এলে

সাঁঝের বেলায় ;

আমার যৌবন তপ্ত

প্রেম অভিশপ্ত

অস্তর মেলায় !

থাক্ বঁধু সেই ভাল !

কাজ নাই আলো

প্রভাত প্রভায় !

যাহা আছে তাই দাও

আঁখি পানে চাও

সাঁঝের ছায়ায় ।

প্রেম

এ প্রাণ আছিল শূন্য অলঙ্কার হীন,
তব প্রেম আজি তার বসন ভূষণ ;
জড়ায়ে অন্তরে মোর প্রতি নিশি দিন
করিতেছে নগ্ন প্রাণে লজ্জা নিবারণ !
আমার হৃদয় ছিল সর্ব্ব গীত হারা,
তব প্রেমে বাজে প্রিয়ে সকল রাগিণী !—
সুখ পূর্ণ, শান্তি পূর্ণ অমৃতের ধারা—
করেছে জীবন মোর সঙ্গীত বাহিনী !
সর্ব্বসুখে বিভূষিত গরবিত প্রাণ
বক্ষেতে চাপিতে চায় সে প্রেম গৌরব !
বৃথা আশা ! বিশ্বমাঝে বেজে উঠে গান,
বাতাসে ভরিয়া যায় ফুলের সৌরভ !
তবে এস নমি মোরা দেবতা চরণে—
সেইখানে বাঁধা রব জীবনে মরণে ।

প্রেম সত্য

জ্ঞান চক্ষু দিয়ে
তোমারে দেখিনি প্রিয়ে!
তোমারে দেখেছি শুধু
হৃদি-নেত্র দিয়ে।
তাই মোর, এত ভালবাসা!

বিচার করিনে, তুমি
শুভ্র কি কাল;
বিচার করিনে, তুমি
মন্দ কি ভাল!
কাননের পুষ্প সম
ওগো পুষ্প মম!
যে মুহূর্ত্তে দেখিয়াছি
বাসিয়াছি ভাল!
তাই মোর, এত ভালবাসা!

অনন্ত সরল নিত্য

সত্য যে প্রকার

একেবারে মন প্রাণ

করে অধিকার—

তুমি ত তেমনি ক'রে

মন প্রাণ ভোরে

তব প্রেম সত্য রাজ্য

করেছ বিস্তার

তাই মোর, এত ভালবাসা।

জ্ঞান চক্ষু দিয়ে

তোমারে দেখিনি প্রিয়ে!

তোমারে দেখেছি শুধু—

হৃদি-নেত্র দিয়ে!

তাই মোর এত ভালবাসা!

টান

রচনা বিভোর কবি যেমন করিয়া
আপন রচনাগুলি হাতে তুলি' নিয়া
উলটি পালটি তারে পরাণ ভরিয়া
শতবার পড়ি পড়ি করে সম্ভাষণ !—
সেইরূপ হে প্রেয়সি ! আমিও তোমার
সৌন্দর্য্য সম্পদ রাজি হেরি বারে বার,
শতবার চলে গিয়ে ফিরিয়া আবার
তব প্রেম মন্ত্র প্রিয়ে ! করি উচ্চারণ !
কবিতা কবির আত্মা, তাই তারে টানে
তুমি মোরে কিসে টান, কে জানে কে জানে !

দান

ওগো, আমার প্রাণে যত প্রেম আছে
তোমারে করিনু দান ;
তুমি, নয়ন মুদিয়া, তুলিয়া লইও
ভরিও তোমার প্রাণ !
তুমি, সরমের বাধা মেন না মেন না
চেও না কাহারো পানে ;
ওগো, এ প্রেম নির্ম্মল ফুলের মতন
দেবতা সকলি জানে !

রাগ

'রাগ করেছ কি' ? ওগো ! কার নাই রাগ
হৃদয় জ্বলিছে দেখ কত অত অনুরাগ !
কত না সুখের লাগি কত ভাবনায়,
কত না সুখের মাঝে কত বেদনায়,
সকল প্রভাত বেলা সারাদিন মান
কত না তোমার তরে কেঁদেছে পরাণ !
যেমনি আসিলে তুমি সারাদিন পরে
দাঁড়ালে আমার কাছে হাত খানি ধরে
সোহাগে সরমে মোর চোখে জল ভাসে
মরা দেহে ভরা-প্রাণে কথা নাহি আসে !
ব্যথা ভরা আঁখি দিয়ে চেয়ে আছি তাই
ভাবিছি আমারে আমি কেমনে বুঝাই !
রাগ করি নাই ওগো ! করি নাই রাগ
আমার যে পোড়া প্রাণে ভরা অনুরাগ !

অন্তিমে

নিভিয়া গিয়াছে হাসি,
শুকায়ে এসেছে ফুল,
নিষ্প্রভ জীবন আজি,
মৃত্যুর এ কিরে ভুল !

যৌবন চলিয়া গেছে,
স্বপন গিয়াছে তার,
চরাচরে ছেয়ে গেছে,
পরাণের অন্ধকার !

বঁধু নাই—বাঁশী নাই—
বৃন্দাবন ? তা'ও নাই,
অন্তরের সাধ গুলি,
পুড়িয়া হয়েছে ছাই !

আজ শুধু মধু-স্মৃতি
শ্মশানে কুসুম সম,
পুরাতন জীর্ণ গৃহে,
মলিন প্রদীপ মম।

মৃত-রবি-কর-রেখা,—
শুষ্ক ফুল সঙ্গে তার,
জীবন ভরিয়া মোর ;
কাঁদে অন্ধ হাহাকার।

শুকায় শুকা'ক ফুল,
থেমে যায়, যা'ক্ হাসি,
লক্ষ্যহীন অন্ধকারে,
হৃদয় যাইবে ভাসি।

চাহি না শুনিতে আশে
বসন্তের পুষ্পরাণী,
ঢে'ল না শ্রবণে তব,
বীণা-বিনিন্দিত বাণী।

জ্বেল না জীবনে আর
তোমার সোণার বাতি
আছে প্রাণে, থাক্ থাক্
আমার আঁধার রাতি।

শত ছিন্ন ছিদ্র বস্ত্র
পরিধানে আছে যা'র
কনক আলোক রেখা,
লজ্জার কারণ তার।

ভাসিয়া গিয়াছে স্বপ্ন
ভুলিয়া যেতেছি গান
সাজে না জীবনে আর
বসন্ত ব্যাকুল তান।

সকলি হারায়ে গেছে,
জীবন দিয়াছি ছেড়ে—
আঁধার হৃদয় মাঝে,
আঁধার গিয়াছে বেড়ে।

নিভিয়া এসেছে হাসি
শুকায়ে এসেছে ফুল
বিধাতার এ কি লীলা,—
মৃত্যুর একিরে ভুল।

প্রাণের স্বপ্ন

নীরব আঁধার নিশীথ সমীর
বিমল আকাশ—জীবন অধীর
আনত ভূমে !

শত সুখ দুঃখ, আছিল ফুটিয়া
পরাণ আমার পড়েছে লুটিয়া
আজি ঘোর ঘুমে।

গেছে দুঃখ আজ গেছে ভয় লাজ
গেছে ভেঙ্গে সুখ—শত শত কাজ
শুধু স্বপ্ন চুমে !

আজিকে সত্যের কল্পনা কাহিনী
সকলি অলীক,—বিরাম দায়িনী,
স্বপনের ধুমে
শুধু আশা চুমে।

যদি যায় যাক্—জীবন ভাসিয়া—
যদি আসে থাক্ মরণ জাগিয়া,
বিজড়িত ঘুমে
শুধু স্বপ্ন চুমে।

স্বপ্নে

এত করে বাঁধি বুক,

কেন ভেঙ্গে যায় ?

জীবনের মহাব্রত স্বপনে মিলায়।

একটি প্রভাত লাগি

এত কাল ছিনু জাগি,

আজি এ সাঁঝের মাঝে,

পড়েছি ঘুমায়ে !

অবশ শিথিল দেহ

নাহি দুঃখ নাহি গেহ

ভাঙ্গিয়া গিয়াছে হৃদি

পড়িয়াছি শু'য়ে।

অই ত উষার হাসি,
আকাশে উঠিছে ভাসি,
আশার স্বরগ এই আছিল আমার !

আজি জাগিয়াছি তবে,
পুরেছে বাসনা ভবে,
এই বারে ডেকে লও দেবতা আমার !

নানা স্বপনের মায়া,
হৃদয়ে ফেলেছে ছায়া,
এস হে উষার হাসি—নিশি আঁধিয়ার
নিরাশ কম্পিত হৃদে স্মৃতি সাধনার।

মহাশূন্য

জীবন, জীবন কোথা ?—যেন নিরবধি,
মরণ-নিশ্বাস বহে অতৃপ্তি লইয়া,
যেন চুপি চুপি অই—কাঁদাইছে হৃদি,
অতীত সে জীবনের প্রতিধ্বনি দিয়া।

জীবন, জীবন কোথা ?—ভ্রান্তি স্বপনের,
দৃপ্ত সুরা পান করে শুধু ভুলে থাকা !
একি হাসি একি কান্না ! শুধু বসে বসে
ভবিষ্যের চিত্রপটে অতীতেরে আঁকা !

মহান মুহূর্ত্ত এক জীবনে পশিয়া
ভাসাইয়া লয়ে গেছে—গ্রাসিছে সকল!
কোথা তুমি কোথা আমি,—গেছে হারাইয়া
রয়েছে অনন্ত ব্যথা হৃদয় সম্বল।

সে ব্যথা বাজিছে আজো; আমার জীবন
তারি যেন প্রতিধ্বনি, আর কিছু নয়!
যত হাসি যত অশ্রু—যাতনা স্বপন,
করেছে জীবন যেন মহাশূন্য ময়।

মোছ আঁখি

মোছ আঁখি, মনে কর এ বিশ্ব সংসার
কাঁদিবার নহে শুধু বিশাল প্রাঙ্গণ,
রাবণের চিতা সম যদিও আমার
জ্বলিছে জ্বলুক প্রাণ, কেনগো ক্রন্দন ?

অপরের দুঃখ জ্বালা হবে মিটাইতে
হাসি - আবরণ টানি দুঃখ ভুলে যাও,
জীবনের সরবস্ব অশ্রু মুছাইতে,
বাসনার স্তর ভাঙ্গি বিশ্বে ঢেলে দাও।

হায় হায় জনমিয়া যদি না ফুটালে
একটি কুসুম কলি—নয়ন কিরণে
একটি জীবন-ব্যথা যদি না জুড়ালে
বুক ভরা প্রেম ঢেলে—বিফল জীবনে।

আপনা রাখিলে, ব্যর্থ জীবন সাধনা
জনম বিশ্বের তরে—পরার্থে কামনা।

বিদায়

বসেছিনু তোমা তরে ওগো সারা রাতি
চাঁদের আলোয় আর প্রাণের খেলায় ;
কখন ঘুমালে তুমি নিবাইলে বাতি !
এখনো বসিয়া আছি ভোরের বেলায়
তোমারি দুয়ারে প্রিয়ে ! ঘুমাও ঘুমাও
করুণ উষায় লব নীরব বিদায় !
যদি ভেঙ্গে যায় ঘুম দেখিবারে পাও
অকস্মাৎ মনে পড়ে প্রভাত বেলায় !
কি জানি কি কহিবে গো ! কি গীত গাহিবে !
পলকে টুটিয়া যাবে স্বপন আমার !
কি জানি কি গাহিবে গো ! কি ব্যথা বাজিবে !
অজানা তরাসে প্রাণ কাঁপিছে আবার !
ঘুমাও ঘুমাও তব স্বপ্ন মহিমায় ।
করুণ উষায় লব নীরব বিদায় !

আমার মন

ওরে মন তুই ঘুমা,
ওরে মন তুই ঘুমা,—
তোরে বক্ষ হতে সুধা দিব
চ'ক্ষে দিব চুমা !—
মন তুই ঘুমা।

গগনে গরজে ঘন,
আঁধার ধরণী !
কোথা যাবি অন্ধকারে
পাগলের মণি ?
ওরে মন তুই ঘুমা
ওরে মন তুই ঘুমা
তোরে বক্ষ হতে সুধা দিব
চ'ক্ষে দিব চুমা,
মন তুই ঘুমা !

কার চ'খে আলো জাগে ?

কা'রে তোর ভাল লাগে ?

কোন রত্ন—কোন হেম ?

কার যত্ন—কার প্রেম ?

সংসারে সকলি মন

—দুদিনের ধূমা !

ওরে মন তুই ঘুমা,

ওরে মন তুই ঘুমা,

তোরে বক্ষ হ'তে সুধা দিব

চ'ক্ষে দিব চুমা,

মন তুই ঘুমা।

কে তোরে বাসিবে ভাল

আমার মতন ?

কে তোরে করিবে আর

এত বা যতন ?

মেলিস্ না পক্ষ তোর
রে মোর বিহঙ্গ !
বাহিরে গর্জ্জিছে শত
আঁধার তরঙ্গ !
অনন্ত অচেনা দেশ—
কোথা যাস ভাসি ?
বক্ষেতে লুকায়ে থাক্
চির বক্ষবাসী !
ওরে মন তুই ঘুমা,
ওরে মন তুই ঘুমা,
তোরে বক্ষ হ'তে সুধা দিব
চ'ক্ষে দিব চুমা,
মন তুই ঘুমা।

চুম্বন

আমার চুম্বন এক চঞ্চল বিহঙ্গ
নিমেষে উড়িয়া যায় তব মুখপানে !
উড়ায়ে আরক্ত পাখা ভাসাইয়া অঙ্গ ।
যত ডাকি আয় ! আয় ! পরিচিত তানে
শুনে না সে ! ঠেলি ঠেলি নীলিম-তরঙ্গ
যত দূরে তুমি আছ তত দূরে যায় !
কাছে গিয়া মুগ্ধ-হিয়া আমারি বিহঙ্গ
স্বর্গ হতে ফিরে আসে পাগলের প্রায় !

কামনা

আমি নই, আমি নই ! হে পূর্ণ স্থন্দরী,—
সত্যই আমার তুমি নহ কামনার ;
কি শুনিতে কি শুনেছ ! মরিছে গুমরি,
আমারি পঞ্জর মাঝে, গীত বাসনার ;—
মোহ-মুগ্ধ লাজ দীপ্ত গীত বাসনার ।

আমি নই ! আমি নই ! নব শিশু সম,
জন্মেছে মরমে মোর এ নব বাসনা,
নয়ন আলোকে তব ! ক্ষম মোরে ক্ষম,
এ নহে এ নহে আমি, এ কোন কামনা
অযাচিত আশাতীত, এ কোন কামনা !

বসন্তের শেষে

জীবন স্বপ্নের মত শূন্য হয়ে গেছে !
কিছু আর নাহি মোর ধরিতে ছুঁইতে !
কত স্বর্ণ, কত রত্ন পড়িয়া রয়েছে,—
সাধ নাই, সাধ্য নাই, তুলিয়া লইতে।
তুমি যে সুধার পাত্র ধরিয়া সম্মুখে
সাধিছ আকুল নেত্রে করিবারে পান !—
গঠিত তোমার রাজ্য শত দুঃখে সুখে
আমার সকলি শূন্য স্বপন সমান।
ভুলেছি কি ? ভুলি নাই, ভুলিনি তোমায়,
ভুলি নাই সে দিনের বসন্ত রজনী !
কত সুখ দুঃখ ভরা বসন্তের বায়
পূর্ণ পালে বহে যেত অন্তর তরণী !
তবে প্রিয়ে আজ তুমি সত্য হয়ে এসে
সত্য কর এ জীবন বসন্তের শেষে !

আপনার গান

হে অন্তর! প্রভাহীন বাক্যদল মাঝে
কেমনে রচিব তব আনন্দ নিলয়?
সকল গগন ঘেরা জলদের মাঝে
শরদ নিশীথে যেন ম্লান চন্দ্রোদয়!
তব বক্ষে জ্বলিছে যে অপূর্ব্ব আলোক
জগতের চক্ষে তাহা ক্ষীণতম ভাসে!
তোমার প্রদীপ হতে ওই যে আলোক
বাহিরে আসে না!—ওগো ছায়া শুধু আসে!
তব কুঞ্জে বাজে চির বসন্ত বাঁশরী
প্রতিদিন প্রতিরাত্র উন্মাদিয়া প্রাণ!—
দুটি ক্ষীণ ধ্বনিহীন ম্লান ছন্দ ভরি
কেমনে উঠিবে ফুটি সে গোপন গান?
আপনা ফিরাও তবে আপনার পানে!—
আপনি আনন্দ পাবে আপনারি গানে।

তুমি

ওগো প্রিয়, তুমি মোর সর্ব্ব জীবনের
চির প্রেমার্জ্জিত শত তপস্যার ফল !
ওগো প্রিয় তুমি মোর পূর্ণ মরণের
সহস্র আসন্ন আশা সহায় সম্বল
নিতান্ত আমারি তুমি !

তুমি আছ দাঁড়াইয়া বিরাট অটল,
অতি ঊর্দ্ধে দৃষ্টি তব স্বর্গপানে ধায় !
সমস্ত জীবন তব সম্পূর্ণ সফল।
আমি আছি তোমারি ও চরণের ছায়
তোমারি চরণ চুমি !

যদি কোন দিন তব উজ্জ্বল নয়ন
হেথায় ফিরিয়া আসে দেব স্বপ্ন ভুলে !
আমি তাই পাতিয়াছি আমার শয়ন
চেয়ে দেখ তোমারি ও চরণের মূলে
নিষ্ফল ক'রনা মোরে !

খুলিয়া হৃদয় দ্বার আমি বিছাইব
যত না সৌন্দর্য্য আছে, যত না স্বপন ;
সর্ব্ব কোমলতা মোর আমি পেতে দিব
তুমি ক'র ওগো ক'র আমার জীবন
তোমার চরণ ভূমি !

তুমি ও আমি

আমার এ প্রেম মোর চিত্ত হতে এসে,
তোমারি লাবণ্য মাঝে নিত্য খেলা করে,
কৌতূহল দীপ্ত আঁখি, সুখশ্রান্তি শেষে,
আবার তোমারি বক্ষে ঘুমাইয়া পড়ে।

আমার আকাঙ্ক্ষা সখি! পতঙ্গের মত
দিবসে নিশীথে শুধু দগ্ধ হতে চায়,
ঢলিয়া পড়িছে তব সর্ব্বাঙ্গে সতত,
অতৃপ্তের তৃপ্তি লাগি উন্মত্তের প্রায়।

আমার এ মন সখি! মুগ্ধ কবি সম,
সর্ব্বদা করিছে শত সঙ্গীত রচনা,
গাঁথি গাঁথি সুখ দুঃখ পুষ্প অনুপম,
আপনি চরণে তব ঢালিছে আপনা।

তুমি আমি কাছে তবু দূরে দূরে থাকি
দুজনার মাঝে এক দীপ জ্বেলে রাখি!

আপনার মাঝে

ওরে রে অশান্ত মন !
কারে তুই চাস্ ?
আজি এ সন্ধ্যার মাঝে
কোথা তুই যাস্ ?
ভুবন ভ্রমিয়া এলি
কোথাও কি পেলি !
মিছে তবে কেন তুই
ঘুরিয়া বেড়াস্ ?
সুখ হীন শান্তি হীন
ঘুরিয়া বেড়াস্ ।
আপন হৃদয়ে তবু
খুঁজেছিস্ কভু ?—
আপন মরম তলে
পাস্ কিনা পাস্ !—
সকল ভুবন ঘুরি
যারে তুই চাস্ ?

(২)

ওরে পাখি সন্ধ্যা হ'ল আয় রে কুলায় !

সমস্ত গগন ভ'রে,

আঁধার পড়িছে ঝ'রে

ওরে পাখি ! অন্ধকারে ! নীড়ে ফিরে আয় !

বন্ধ কর পক্ষ তোর আয় রে কুলায় ।

যতক্ষণ আলো ছিল মিটে নি কি আশ ?

ওরে সারা দিন মান,

তুই করেছিস পান,

যত মধু ছিল ভরি গগন আকাশ

এবে আলো সাঙ্গ হ'ল মিটেনি পিয়াস ?

ওরে আয় ফিরে আয় আপনার মাঝে,

ওরে বন্ধ কর পাখা,

অপূর্ব্ব আলোক মাখা,

অনন্ত গগন তল হেথায় বিরাজে !—

ওরে আয় ফিরে আয় আপনার মাঝে ।

(৩)

ভয় নাই ভয় নাই হে আমার মন !
এ যে শুধু ক্ষণিকের মোহ অন্ধকার !
আবৃত অন্তরে তোরা জ্যোতিঃ চিরন্তন
ডুব্ দে ডুব্ দে তবে আপন মাঝার।
পূর্ণ কর ওরে পাখি ! পক্ষ দুটি তোর
আপন আনন্দে ভরা আত্মার আলোকে,
আপনারি জ্ঞানে হয়ে আপনি বিভোর
অন্তর গগন তলে উড়িস্ পুলকে।

ব্রহ্মাণ্ডে পড়িবে তোর চরণের ছায়া
বাসনা বিলুপ্ত হবে আত্মার মাঝারে,
দুই হাতে ছিন্ন করি শত মিথ্যা মায়া
আপনার মহিমার দুন্দুভি বাজারে।

ভয় নাই ভয় নাই, রে আমার হিয়া,
মুহূর্ত্তের ভ্রান্তি শুধু আনিছে আঁধার !
জীবনের জ্যোতির্ম্ময় প্রদীপ জ্বালিয়া
দেখারে আপন পথ আপন মাঝার।

(৪)

তবু যে তরাসে কাঁপে শ্রান্ত হিয়া খানি
আপনার অন্তরের পথ নাহি জানি !
সম্মুখে পশ্চাতে তার
অন্তহীন অন্ধকার
ঘিরিছে সতত তারে ঘন আবরণে,—
এই ঘোর অন্তরের অন্ধকার বনে।

ভয় নাই ওরে মন! কররে নির্ভর
অন্ধকারাক্রান্ত এই আপনারি পর!—
এই যে আঁধার রাত্রি
নয়ন ভরিছে আজি,
এরি মাঝে পাবি তুই আত্ম পরিচয়
মুহূর্ত্তের ভ্রান্তি শুধু আর কিছু নয়!

নিবেদন

হে মোর বিজয়ী রাজা! এস তবে আজ
সমর উল্লাস-ভরা বিজয় হুঙ্কারে!—
দর্পভরে সগৌরবে! ওগো রাজ রাজ!—
এস আজ রুদ্ধ এই অন্তর দুয়ারে!
ছিন্ন কর বক্ষ মোর কৃপাণে তোমার
চূর্ণ করে দাও মোর সোণার মন্দির!
ধূলিসাৎ হয়ে যাক্ হৃদয়-আধার,
বিজয় দুন্দুভি তব বাজুক গম্ভীর!
আমি অশ্রুজল চ'খে পরাইব আজ
জয় মালা তব কণ্ঠে ওগো রাজরাজ!

প্রার্থনা

নিখিলের প্রাণ তুমি ! তুমি হে আমার
দিবসের দিনমণি, নিশার আঁধার ;
জাগরণে কর্ম্মভূমি,
শয়নের স্বপ্ন তুমি,
ওগো সর্ব্বপ্রাণময় ! তুমি যে আমার
দিবসের দিনমণি, নিশার আঁধার !
নিও পাপ নিও পুণ্য
হৃদয় করিও শূন্য
ভরি দিও শূন্য প্রাণ তব পূর্ণতায় !
মহান করিয়া দিও তব মহিমায় !
আমারে জড়ায়ে নিও
আমারে ঢাকিয়া দিও
ওগো মহাআবরণ ! তুমি যে আমার
দিবসের দিনমণি, নিশার আঁধার !

গান

আমার পরাণ ভরি উঠে যত গান
তোমার পরাণ হ'তে পায় যেন প্রাণ !
হে অনন্ত ! হে মহান ! তুমি প্রাণ-সিন্ধু !
পরাণ তরঙ্গে তব আমি প্রাণ-বিন্দু !
আমারে ভাসায়ে রাখ পরাণ পরশে
আমারে ডুবায়ে দাও পরশ-হরষে !
আজিকে ডুবুক যত ছোট খাট গান
ওই তব মহাগানে ! ওগো মোর প্রাণ !
ওগো প্রাণ-স্পর্শি ! করহ পরশ মোরে !
তোমার অনন্ত গানে প্রাণ যা'ক ভরে !

নীরবতা

আজি শান্ত হিমগিরি, শান্ত তরু লতা !
প্রশান্ত গগন কোলে তপন জ্বলিছে !
পরাণ মন্দিরে আজি মহা নীরবতা
হে নীরব ! হে মহান ! তোমারে বরিছে !
পূর্ণ ক'রে দাও আজি শান্ত এ হৃদয়
হে অনন্ত ! হে সম্পূর্ণ ! নীরবে নিভৃতে
নিঃশব্দে ভরিয়া দাও অন্তর নিলয়,
ওই তব শব্দহীন মহান সঙ্গীতে !